কুষ্টিয়ায় করোনা শনাক্তে রেকর্ড ছাড়িয়েছে

কুষ্টিয়ায় করোনা পজিটিভ শনাক্তে রেকর্ড ছাড়িয়েছে। গেলো ২৪ ঘন্টায় জেলায় নতুন করে ৩২৪ জন (কোভিড-১৯) করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে। এবং মারা গেছে ৯ জন। এ নিয়ে কুষ্টিয়ায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ২১১জন।

বুধবার রাতে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বুধবার কুষ্টিয়ায় ৮৩০ জনের নমুনা পরীক্ষায় মোট ৩২৪ জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন জানান, হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে রোগী ভর্তির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। করোনা আক্রান্ত এবং উপসর্গ নিয়ে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৪ জনে। এর মধ্যে করোনা আক্রান্ত ১৬৫ জন এবং করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও ২৯ জন রোগী চিকিৎসাধীন আছেন বলে জানানো হয়।

রোগী শনাক্তের হার এবং মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ সম্পর্কে কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, লকডাউন চললেও মানুষ তা উপেক্ষা করে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করছে না। মাস্ক পরাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে না। যে কারণে জেলায় এখন করোনার কমিউনিটি ট্রানজেকশন দেখা দিয়েছে। আর করোনার শুরু থেকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হচ্ছে না। সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ছুটে আসছে। যে কারণে রোগী মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে।

গত কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ৮-১০ জন করোনায় ও উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করছেন। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন জানান, হাসপাতালে আপাতত অক্সিজেনের কোন সঙ্কট নেই। আর এখন থেকে প্রতিদিন ১০০ অক্সিজেন সিলিন্ডার কুষ্টিয়া থেকেই রিফিল করা সম্ভব হচ্ছে। বাকি অক্সিজেন সিলিন্ডার আগের মত প্রতিদিন যশোর থেকেই রিফিল করে আনা হবে। এদিকে আগামী এক সপ্তাহের জন্য কঠোর লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৬৬ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৬৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ২৬ জন, গাংনীতে ৩৫ জন এবং মুজিবনগরে ৫ জন।

বুধবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৪২টি। তারমধ্যে ৬৬জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫১৪ জন। তার মধ্যে সদরে ১৯৬ জন, গাংনীতে ২২১ জন এবং মুজিবনগরে ৯৭ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৫১ জন। মৃতদের মধ্যে সদরে ১৯ জন, গাংনী ২০ জন ও মুজিবনগরে ১২ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

মুক্তিযুদ্ধে ১৬ জন নিহত! শহীদের মর্যাদা চান কোহিনুর ভিলার সদস্যরা

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পানি ও খাবার দিয়ে সহযোগিতা করেছিল কুষ্টিয়া শহরের দেশওয়ালীপাড়ার কোহিনুর ভিলার সদস্যরা। আর এ কারণে ওই পরিবারের ১৬ সদস্যকে ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল রাজাকার

আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সদস্যরা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, কোহিনুর ভিলার সামনে মুক্তিযোদ্ধা মনোগ্রাম খচিত একটি সাইনবোর্ডে নিহত ১৬ জনের নাম লেখা রয়েছে। ভেতরে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল দীর্ঘদিনের পুরোনো ওই বাড়ির জরাজীর্ণ অবস্থা। একতলা বাড়িটির ছাদে টিন, রেলের পাত ও শালকাঠের পিলার দেয়া।

সেসব সহ পলেস্তারা খসে পড়ছে। তবে বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য হলেও জোড়াতালি দিয়ে কোনো রকমে বসবাস করছে পরিবারের সদস্যরা। এছাড়াও কোহিনুর ভিলার পেছনে ১৬ জনের গণকবরটিও রয়েছে অযত্ন আর অবহেলায়। বছরের আজকের দিনটিতে কেবল পরিবারের পক্ষ থেকে মিলাদ মাহফিল করা হয়ে থাকে। তবে মুক্তিযুদ্ধ সংসদ কিংবা প্রশাসনের আয়োজনে কোনো অনুষ্ঠান বা শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় না।

কোহিনুর ভিলার সদস্য আব্দুল হালিম বলেন, ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে কোহিনুর ভিলার ১৬ সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছিল রাজাকার আলবদর ও আলশামস বাহিনীর সদস্যরা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পানি ও খাবার দিয়ে সহযোগিতা করার কারণে তাদের হত্যা করা হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের গণকবর দেয়। হত্যার শিকার ওই ১৬ সদস্যের মধ্যে কোহিনুর ভিলার গৃহকর্তাসহ তার স্ত্রী-সন্তান, কর্মচারী, আত্মীয় ছিল।

তিনি বলেন, ‘কোহিনুর ভিলার সামনে মুক্তিযোদ্ধা মনোগ্রাম খচিত ওই সাইনবোর্ডটি দেখে মানুষ মনে করে আমরা সরকারিভাবে অনেক সহযোগিতা পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের কোনো সহযোগিতা করা হয় না। আমাদের থাকার ঘরের পরিবেশ নেই এবং সেই গণকবরটিও অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে।

তিনি সরকারের কাছে দাবি করে বলেন, ‘কোহিনুর ভিলার নিহতদের যেন শহীদের মর্যাদা দেয়া হয়। আমরা পরিবারের সদস্যরা সেই অপেক্ষাতে আছি।

কুষ্টিয়া জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডার হাজী রফিকুল আলম টুকু বলেন, ‘এই কোহিনুর ভিলা রক্ষা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই বাড়িসহ গণকবরটি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা হচ্ছে। আশা করি আমরা স্মৃতি সংরক্ষণ করতে সক্ষম হব। ওই পরিবারের একজনকে আমরা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করব। আর ওই নিহত ১৬ জনকে শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা

হবে।

মেহেরপুর শিশু পরিবারে মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের জন্মদিন পালন

মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের ৪১তম জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারে বালকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী এবং মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানার নেতৃত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি আব্দুল বাসেদ অভিক সহ ছাত্রলীগকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটনের দীর্ঘায়ু কামনা জন্য মোনাজাত করা হয়।

দামুড়হুদায় বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ

দামুড়হুদায় উপজেলা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রণোদনা কর্মসুচির আওতায় খরিপ-২/২০২১-২০২২ মৌসুমে উফসি ও হাইব্রীড জাতের বীজ ও সার বিতরনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে উপজেলা পরিষদ ও কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই বীজ ও সার বিতরনের উদ্বোধন করেন।

দামুড়হুদায় বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণের প্রধান অতিথী বলেন, কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকদের দুর্দশার কথা ভেবে করোনাকালীন সময়ে কৃষি প্রণোদনা বিতরনের নির্দেশনা দিয়েছে। সেই নির্দেশনা মোতাবেক এই উপকরন বিতরন শুরু করা হলো।

উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান বলেন,এই অর্থবছরে উপজেলার ৭০০ চাষির মধ্যে এই প্রণোদনা দেওয়া হবে। এরমধ্যে ৪০০জন উফসি জাতের ২কেজি বীজ,২০কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি করে এমওপি সার পাবে।

এছাড়াও ৩০০জনকে হাইব্রীড জাতের ২ কেজি বীজ ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার পাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম নুরুন্নবী, প্রমুখ।

জীবননগরে দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকার ১৬তম বর্ষ উদযাপন

স্বাস্থ্যবিধি মেনে কেককাটা ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে জীবননগরে দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকার ১৬তম বর্ষ উদযাপন করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকার জীবননগর প্রতিনিধি জি এ জাহিদুল ইসলাম বাবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে দৈনিক যায়যায় দিন পত্রিকার ১৬তম বর্ষ উদযাপনের কেক কাটেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম,জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল, জীবননগর

প্রেস ক্লাবের সাধারন সম্পাদক কাজী শামসুর রহমান চঞ্জল,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সাধারন সম্পাদক জামাল হোসেন খোকন,মাইটিভির প্রতিনিধি মিঠুন মাহমুদ,মাজেদুল মিল্টন,আবু সাঈদ,শাকিল হোসেন প্রমুখ।

জীবননগরে ২শ‘জন অসহায় পেল প্রধানমন্ত্রীর ত্রান উপহার

মহামারী করোনা ভাইরাসের প্রার্দভাব বেড়ে যাওয়ায় জীবননগরে চলছে কঠোর লকডাউন এই লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া জীবননগর পৌর সভার ২শজন অসহায় ভ্যান চালক ও মুদি দোকানদারের মাঝে প্রধান মন্ত্রীর ত্রান উপহার বিতরন করা হয়েছে।

বুধবার সকাল সকাল ১০টার সময় জীবননগর পৌর সভার আয়োজনে পৌর সভার কার্যলয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবননগর পৌর সভার ৯টি ওর্য়াডের ২শজন অসহায় হতদরিদ্র ভ্যান চালক ও মুদি দোকানদারের মাঝে ১০ কেজি চাউল,১কেজি ডাউল,১কেজি চিনি,২কেজি আলু,১কেজি পেয়াজ,১টা সাবান,১কেজি লবন ১লিটার সয়াবিন তেলসহ এ ত্রান উপহার বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর পৌর সভার মেয়র রফিকুল ইসলাম ,পৌর সচিব জায়েদ হোসেন,পৌর কাউন্সিলার জয়নাল আবেদীন,আবুল কাশেম,জামাল হোসেন খোকন,সহ পৌর সভার ৯টি ওর্য়াডের কাউন্সিলারগন উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে লকডাউন অমান্য করায়

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা বিজয় কৃষ্ণ হালদার, জেলা কৃষি সম্প্রস্◌ারণ বিভাগের কৃষিবিধ (উদ্যান) মোহাম্মদ আলী জিন্না, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিধ মোঃ মহাসীন আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার হুমায়ন কবির, ইউপি চেয়ারম্যান নওশের আলী নাসির, পৌর আ.লীগ নেতা ও সার ব্যবসায়ী কাজী আলমগীর প্রমূখ। কৃষি অফিসের তথ্য মতে উপজেলার ৫টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় উপসি-৪৫০ ও হাইব্রিড-১৫০ জন প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে এই সার-বীজ বিতরণ করা হবে।

মেহেরপুরে করোনায় বাড়ছে মৃত্যুর মিছিল

মেহেরপুরে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রতিনিয়তই লম্বা হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল। মহামারি করোনাভাইরাসে মেহেরপুরে আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে । মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আইসোলেশনে ৩ জন ও করোনা ওয়ার্ডে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ২ জন ও নারী ২ জন।

জানাগেছে করোনা উপসর্গ নিয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া মেহেরপুর পৌর এলাকার শেখপাড়ার হায়াত শেখের স্ত্রী রশিদা খাতুন (৭০), মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে পলাশ (৫৫) একই উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের মোহর আলী ছেলে শাহাব উদ্দিন (৭০) এবং গাংনীর ফরমানের স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৫৫) মৃত্যুবরণ করেন।